ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

শিক্ষার্থীরা দেশে-বিদেশে বিশেষ গুরুত্ব পায়

দেশেই এখন আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলার প্রয়োজন থেকেই আমাদের এ আয়োজন। প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানের সঙ্গে আমাদের সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তাদের প্রতি অভিযোগ বা শ্রেষ্ঠত্ব দাবির সত্যতা। এ বিভাগে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন কিংবা অভিযোগ থাকলে আমাদের লিখতে পারেন।

আমার ক্যাম্পাসে এবারের শিক্ষাবিদ ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির (EWU) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরিফ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠানো প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আমার ক্যাম্পাসের বিভাগীয় সম্পাদক
মাহফুজার রহমান

আলাপন

একটি ভালোমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিনের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে কিছু শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাত্র ৬ জন শিক্ষক এবং ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমানে ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হয়ে উঠেছে। আমরা এখানে বর্তমানে ৩টি ফ্যাকাল্টির অধীনে ৮টি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রদান করছি। যদিও একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ডিগ্রি বিষয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়, তবে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আরো বেশ কিছু বিষয়ের ব্যাচেলর ডিগ্রি চালু করতে যাচ্ছি। ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্নকারী আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

পাঠ্য বইয়ের পড়া মুখস্থ করা আর সেটাই হুবহু খাতায় লেখার মাধ্যমে পাস করে একটি সার্টিফিকেট লাভ করাই কিন্তু শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়। তা ছাড়া একটি জিপিএ-৫ বা ভালো পাসের সার্টিফিকেট একটি ভালো চাকরির নিশ্চয়তা দিলেও শিক্ষার মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। দেশে পাসের হার বা জিপিএ প্রাপ্তি দিয়ে শিক্ষার মান বিচারের এ মাপকাঠিটিও সঠিক বলা যায় না। তারপরও গতানুগতিক সেই জিপিএ দেখেই আমাদের শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হয়। তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে যে প্রধান সমস্যাটি রয়েছে, তা নিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একেবারে কিছুই করার নেই বলা যেতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার এ সমস্যাটিকে সমাধান না করে দেশের শিক্ষার মান প্রকৃতপক্ষে উন্নত করা সম্ভব হবে না, এটাও সত্যি। আমরা শুধু ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষার আলোর স্পর্শে আনতে শিক্ষকদের মান নিয়ে বেশি সচেতন। কারণ ভালো শিক্ষক ছাড়া ভালো শিক্ষার্থী তৈরি করা সম্ভব নয়। স্থায়ী ও পূর্ণকালীন শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে প্রায় প্রতিটি পাবলিক ও প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই। তারপরও বিদেশি ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের এনে আমরা শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানসম্মত পাঠদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিক মানসম্মত শিক্ষায় কখনো নকল করা শেখানো হয় না। যেটা আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ত্রুটি। প্রকৃত শিক্ষা হবে ক্রিয়েশন অব নলেজ এন্ড ইটস ডিজেমিনাশান। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলে জ্ঞানের সৃষ্টি করবেন। কোথায় জ্ঞান পাওয়া যাবে তা দেখিয়ে দেবেন শিক্ষকরা। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানের পিপাসা জাগানো বা জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করা, জ্ঞান দান করা নয়। ছাত্ররাই জ্ঞান অন্বেষণ করবে। জ্ঞান সৃষ্টি করতে হলে গবেষণা করতে হবে, যে বিষয়টি এ দেশে উপেক্ষিতই বলা যায়। আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা দান করা হয় তা মূলত নকল করার শিক্ষা। প্লেজিরিজম শেখানো হয় বলেই পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ লেখাটাও বই দেখে লেখার নামান্তর। অথচ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অন্যের লেখা বা চিন্তা, জ্ঞানকে নিজের বলে চালিয়ে দেয়াটাই একটি ক্রাইম হিসেবে চিহ্নিত। চিন্তা করতে শেখানোর জ্ঞান ছাড়া আদর্শ শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের প্রতিটি স্তরে এখন সে ধরনের শিক্ষকের অভাব প্রকট। আমরা সমস্যা উত্তরণে দেশ-বিদেশে গবেষণায় আগ্রহী, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সহায়তা দিয়ে থাকি। এ ছাড়া আমাদের শিক্ষকদের মূল্যায়ন করার জন্য বিশেষ টিম রয়েছে; যাদের সতর্ক অনুসন্ধানে কোনো শিক্ষকের প্রকৃত মান যাচাই হয়। ফলে ক্লাস ফাঁকি দেয়ার মানসিকতাসম্পন্ন কিংবা ব্যক্তিত্বহীন শিক্ষকদের কোনো স্থান নেই ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে।

বর্তমানে ভাড়া বাড়িতে আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ২০১১ সালে আফতাব নগরে ৮ বিঘা জমির ওপর নির্মিত নিজস্ব ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরুর আশা করছি। এ ছাড়াও আশুলিয়ায় ১৭ বিঘা জমিতে মাঠসহ ক্যাম্পাস নির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

আমাদের বেশকিছু স্টুডেন্ট ক্লাব রয়েছে, যারা সামাজিক ও দেশীয় সংস্কৃতির নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ১০% মেধাবৃত্তি দেয়া হয়। এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ প্রাপ্তদের এবং মেধাবী অথচ গরিব শিক্ষার্থীদের ফুল ফ্রি দেয়া হচ্ছে। তবে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ের দক্ষতাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যে কোনো বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাকে কঠোরভাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থী শুধু নয়, মেধাবী শিক্ষকদের পদভারেও মুখরিত আমাদের ক্যাম্পাস।

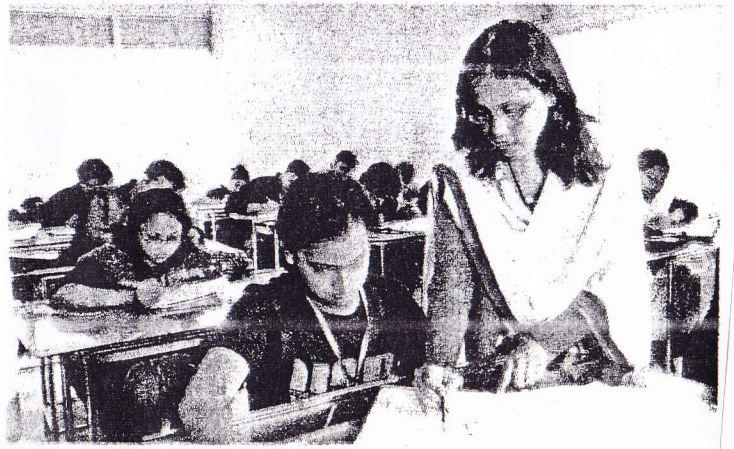

East West University ★ LIBRARY ★ 43, Mohakhali, C/A